



লেকচার ১৯ : সপ্তম, ষষ্ঠ ও
সপ্তম হিজরিতে তবীজি (সঃ)।

কোর্স: সিরাহ

www.aslafacademy.com

প্রশিক্ষক: আহমাদুল্লাহ আল - জামি ।

লেকচার ১৯ : পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম হিজরিতে নবীজি (সঃ)।

পঞ্চম হিজরিতে নবীজি (সঃ) -

মদিনায় আসার পর ইহুদিদের সাথে শান্তি চুক্তির উপর নবীজী সবসময় শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। কিন্তু ইহুদিদের মনোভাব ছিলো সম্পূর্ণ উল্টো। ফলে তারা মক্কার কাফেরদের সাথে গোপন আঁতাত করেছিল। কুরাইশরাও তাদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ইন্ধন জোগাচ্ছিলো। তাদের ভেতরকার ঐক্য ও গোপন আঁতাতের ফলে পঞ্চম হিজরিতে অনেকগুলো যুদ্ধ সংঘটিত হয়। গাজওয়ায়ে যাতুর রিকা, দাওমাতুল জানদাল ও বনি মুস্তালিক নামে এ যুদ্ধগুলো ছিলো একটি চরম আঘাতের পূর্বাভাস। গাজওয়ায়ে আহযাবের রণপ্রস্তুতিও এই পূর্বাভাসের ফল।

গাজওয়ায়ে আহযাব -

কুরাইশরা ধীরে ধীরে মক্কা থেকে মদিনা পর্যন্ত সকল গোত্রকে নিয়ে একজোট হয়। এবং সমস্ত শক্তি একত্রিত করে এক যোগে মদীনা আক্রমণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ফলে যিলকদ মাসে দশ হাজার লোকের সমন্বয়ে গঠিত বিশাল সশস্ত্র বাহিনী মুসলমানদেরকে পৃথিবীর বুক থেকে চিরতরে উচ্ছেদ করার লক্ষ্যে মদিনার দিকে অগ্রসর হয়।

এ বিশাল বাহিনীর খবর পেয়ে নবীজি সালাম্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরামর্শ সভা ডাকলেন। হযরত সালমান ফারসি রাযিয়াল্লাহু আনহু খোলা ময়দানে বের হয়ে যুদ্ধ করা সমীচীন হবে না বলে মত প্রকাশ করলেন। তিনি মদিনার চতুর্দিকে পরিখা খননের পরামর্শ দিলেন। গৃহীত পরামর্শ মোতাবেক নবীজী ৩০০০ সাহাবাকে সাথে নিয়ে পরিখা খনন করার জন্য প্রস্তুত হলেন। ৬ দিনের মধ্যে ১০ হাত গভীর ও প্রস্থের পরিখা খননের কাজ সমাপ্ত হয়। নবীজি নিজে এই কাজে শরিক ছিলেন। এবং সবচেয়ে বড় পাথরের খণ্ডটি নবীজি ভেঙেছিলেন।

এদিকে কাফেরদের সম্মিলিত বাহিনী উপস্থিত হয়ে মদিনা অবরোধ করে। শেষ চাল চালে বনু কুরাইয়া। মদিনার অভ্যন্তর থেকে তারা চুক্তি ভঙ্গ করে সম্মিলিত বাহিনীর সাথে যোগ দেয়। সম্মিলিত বাহিনীর অবরোধ আর ভেতরে বনু কুরাইয়ার বিদ্রোহ চরম অস্থিতিশীল অবস্থার সৃষ্টি করে। কিন্তু কাফের বাহিনী পরিখা অতিক্রম করতে বারবার ব্যর্থ হয়। পরিখা অতিক্রম করতে না পেরে কাফের-বাহিনী তীর ও পাথর বর্ষণ করতে শুরু করে। উভয় পক্ষ হতে অবিরাম তীর-বিনিময়ের ফলে অবস্থা এমন সংকটাপন্ন ও শ্বাসরুদ্ধকর ছিলো যে, নবীজির চার ওয়াক্ত নামায কাযা হয়ে যায়। এবং টানা কয়েকদিন নবীজি নিজেও কিছু খাননি, সাহাবারাও কিছু খেতে পারেননি। সাহাবারা ক্ষুধার জ্বালায় পেটে পাথর বেঁধে নবীজির কাছে এসেছিলেন। নবীজি তাদের বললেন, তোমরা তো পাথর একটা বেঁধেছো, আর আমি তো ২ টা পাথর বেঁধেছি। এবার বুঝে নাও, আমার ক্ষুধা তোমাদের চেয়ে কত বেশি। ধৈর্য ধারণ করো, আল্লাহর সাহায্য চাও।

অবশেষে মহান আল্লাহর সাহায্য আসে। কাফেরদের ধ্বংস করতে ঘূর্ণিময় ঝড়ো বায়ু প্রবাহিত হয়। কাফেরদের তাঁবুর খুঁটিসহ চুলার উপরে থাকা ডেগ-পাতিল উল্টে যায়। কাফেররা হতবুদ্ধি হয়ে যায়। ওদিকে অবরোধে দিন পার করে তাদের রসদও ফুরিয়ে এসেছিলো। পালানো ছাড়া তাদের আর উপায় থাকেনি। ফলে গোটা আরবের সম্মিলিত এই বাহিনী করুণ পরাজয় নিয়ে ফিরে যায়।¹

*এবছর হজ্জ ফরয হয়।

*মদিনায় ভূমিকম্প আর চন্দ্রগ্রহণ হয় এ বছরই হয়।

ষষ্ঠ হিজরিতে নবীজি (সঃ) -

¹ বিস্তারিত –আস সিরাতুন নাবাবিয়াহ, পৃ: ২৪৭-২৫৭

ষষ্ঠ হিজরির যিলকদ মাসে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওমরা করার নিয়তে ইহরাম বাঁধেন। নবীজির সাথে মক্কাভিমুখে রওনা হন ১৪ বা ১৫ শত সাহাবার বিরাট জামাত। হুদাইবিয়া ছিল মক্কা থেকে এক মনযিল দূরের একটি কূপ। এর নামানুসারেই এলাকার নাম ছিল হুদাইবিয়া। নবীজি এখানে যাত্রাবিরতি করেন। এখানে এসে নবীজি হযরত উসমানকে এ খবর দিয়ে মক্কায় পাঠান যে, এ সময় নবীজি শুধুই বায়তুল্লাহর যিয়ারত এবং ওমরা পালনের জন্য তাশরিফ নিয়ে এসেছেন; এ ছাড়া অন্য কোনো রাজনৈতিক উদ্দেশ্য তাঁর নেই। হযরত উসমান মক্কা পৌঁছুতেই কাফেররা তাঁকে আটক করে। এদিকে মুসলমানদের মধ্যে এ গুজব ছড়িয়ে পড়ে যে, কাফেররা হযরত উসমানকে হত্যা করেছে। নবীজির কাছে এ সংবাদ পৌঁছুলে, তিনি একটি বাবলা গাছের নিচে বসে সাহাবাদের থেকে জিহাদের বাইয়াত গ্রহণ করেন; এর আলোচনা কুরআনে রয়েছে এটাকে বাইয়াতে রিদওয়ান বলা হয়।

পরে জানা গেলো, উসমান-হত্যার খবরটি মিথ্যা ছিলো। কুরাইশরা বরং মুসলিমদের সাথে সন্ধির প্রস্তাব করে এবং সন্ধির শর্তসমূহ চূড়ান্ত করার জন্য সুহাইল ইবনে আমরকে প্রেরণ করে। নিম্নোক্ত শর্তগুলো চূড়ান্ত করে অঙ্গীকারপত্র লেখা হলো এবং দশ বছরের জন্য উভয় পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ বিরতির সন্ধি অনুষ্ঠিত হলো।

- ১। মুসলমানরা এবার ওমরা না করেই ফিরে যাবে।
- ২। আগামী বছর হজ করতে এসে মাত্র তিনদিন অবস্থান করে চলে যাবে।
- ৩। অস্ত্র-সজ্জিত হয়ে আসতে পারবে না। তরবারি সাথে থাকলে কোষবদ্ধ থাকবে।
- ৪। মক্কা থেকে কোনো মুসলমানকে সাথে নিয়ে যেতে পারবে না।
- ৫। কোনো মুসলমান যদি মক্কাতে থেকে যেতে চায়, তাকে বাধা দিতে পারবে না।
- ৬। যদি কোনোব্যক্তি মদিনা চলে যায়, তাহলে নবীজি তাকে ফেরত পাঠাবেন।
- ৭। মদিনা হতে কেউ মক্কায় চলে আসলে তাকে ফেরত পাঠাবে না।

এসব শর্ত যদিও বাহ্যত মুসলমানদের বিরুদ্ধে এবং প্রকাশ্যভাবে পরাজয় ও বৈষম্যমূলক ছিলো। কিন্তু মহান আল্লাহ কুরআনে একে ‘মহা বিজয়’ বলে অভিহিত করেন। সাহাবাগণ এভাবে নতজানু হয়ে সন্ধি করাকে কোনোভাবেই মেনে নিতে পারছিলেন না। নবীজি সাহাবাদের ইহরাম ত্যাগ করতে বললেও কেউ ত্যাগ করেছিলেন না। কিছুটা অভিমান কাজ করছিল সবার মধ্যে। নবীজি কী করবেন ভেবে পাচ্ছিলেন না। তিনি তাঁবুতে গেলে নবীজির

স্ত্রী অবস্থা বুঝে তাঁকে বললেন, আপনি শুধু বললে হবে না। বরং, আপনি নিজে আগে ইহরাম ত্যাগ করে মাথা হালক করে ফেলুন, তাহলে দেখবেন সবাই করবে। নবীজি তাই করলেন। এটা দেখে সাথে সাথে সব সাহাবিরা ইহরাম ত্যাগ করেন। এরপরও নবীজি তাঁদের মনোভাব বুঝতে পেরে বললেন, ‘আমার প্রতি এটাই মহান আল্লাহর নির্দেশ এবং এতেই আমাদের ভবিষ্যৎ-কল্যাণ নিহিত রয়েছে’। পরবর্তী কালের ঘটনাসমূহ এ রহস্যের সমাধান করে দেয়। যেমন, সন্ধির কল্যাণে শান্তি ও পূর্ণ নিরাপত্তায় মক্কা-মদিনার মধ্যে যাতায়াত আরম্ভ হয়ে যায়। কাফেররা নবীজির খেদমতে এবং মুসলমানদের কাছে বিনা বাধায় আসা-যাওয়া করতে থাকে। এদিকে ইসলামি আদর্শের চুম্বকশক্তি কাফেরদের দারুণভাবে আকৃষ্ট করতে শুরু করে। ঐতিহাসিকগণের বর্ণনা, ওই সময়ে যত অধিক পরিমাণ লোক ইসলাম গ্রহণ করে, ইতিপূর্বে কখনো এত পরিমাণ লোক ইসলামে দীক্ষিত হয়নি; প্রকৃতপক্ষে এ সন্ধি ছিলো মক্কা-বিজয়েরই ভূমিকা।^২

সপ্তম হিজরিতে নবীজি (সঃ) -

মদিনার ইহুদিদের মধ্য থেকে বনু নায়ির যখন খায়বরে গিয়ে বসতি স্থাপন করে, তখন থেকেই খায়বর যাবতীয় ইহুদি-তৎপরতার প্রাণকেন্দ্রে পরিণত হয়। তারা আরবের বিভিন্ন অঞ্চলের জনগণকে ইসলামের বিরুদ্ধে ফুঁসলানো শুরু করে। তাদের এই অপতৎপরতা বন্ধ করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে নবীজি ৪০০ পদাতিক এবং ২০০ অশ্বরোহী বাহিনী নিয়ে খায়বর অভিমুখে যাত্রা করেন। তুমুল সংঘর্ষ ও হতাহতের পর মহান আল্লাহ মুসলমানদের বিজয় দান করেন এবং ইহুদিদের সমস্ত দুর্গ মুসলমানদের হস্তগত হয়।

খাইবার বিজয়ের পর নবীজি কয়েকদিন সেখানে অবস্থান করেন। যায়নাব নামে এক ইহুদি রাসূলের কাছে বিষ মেশানো ভুনা বকরি পাঠায়। সামান্য একটু চেখে দেখে রাসূল তা বর্জন করেন। এতে নবীজির কিছু না হলেও হযরত বিশর রাযিয়াল্লাহু আনহু ইন্তেকাল করেন। তবে নবীজির ইন্তেকালের পূর্বে এই বিষের প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল।^৩

^২ হাযাল হাবিবু মুহাম্মাদ সা. পৃ: ৩৩৭-৩৪৯

^৩ বিস্তারিত— আস সিরাতুন নাবাবিয়াহ, পৃ: ৩১১-৩২০

ফাদাক বিজয় -

খায়বার বিজয়ের পর নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফাদাকের ইহুদিদের বিরুদ্ধে একটি ক্ষুদ্র বাহিনী প্রেরণ করেন। তারা চুক্তির মাধ্যমে মুসলমানদের সাথে সন্ধি স্থাপন করে নেয়।⁴

ওমরাতুলকাযা আদায় -

হুদায়বিয়ার সন্ধির বছর যে ওমরা স্থগিত করা হয়েছিলো এবং কুরাইশ কাফেরদের সাথে যে চুক্তি হয়েছিলো, সে চুক্তি অনুযায়ী নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকল সাহাবিসহ পুণরায় মক্কায় যান এবং চুক্তির শর্তাবলির প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা বজায় রেখে ওমরা করে মদীনায় ফিরে যান।⁵

শিক্ষণীয় বিষয় -

১. কোন নেতার উচিত নয় নিজ কর্মীদের দিয়েই সব কাজ করানো। বরং, নিজে তাদের সাথে শরিক হওয়া এবং তাদের সাথে কষ্ট স্বীকার করাটা নবীজির আদর্শ।
২. অনেকের ধারণা, পুরুষ কেন নারীর কথা শুনবে? কিন্তু নারীও যে ভালো বুদ্ধি দিতে পারে, এবং তার বুদ্ধিও যে জরুরি। এটা বাইয়াতে রিদওয়ানের ঘটনায় স্পষ্ট হলো। নবীজি আম্মিজানের কথা শুনে ঐ পদক্ষেপ না নিলে সাহাবাদের অভিমান ভাঙানো কঠিন ছিল। আল্লাহ আমাদের বোঝার তাওফিক দিন
৩. সর্বাবস্থায় আল্লাহর সিদ্ধান্ত মেনে নেয়ার মাঝে যে কল্যাণ, হুদাইবিয়ার সন্ধি তার বাস্তব প্রমাণ। এজন্য কখনো বুঝে না আসলেও আল্লাহর সিদ্ধান্তকে মেনে নিতে হবে।

⁴ আস সিরাতুন নাবাবিয়্যাহ, পৃ: ৩১৯

⁵ আস সিরাতুন নাবাবিয়্যাহ, পৃ: ৩২১